বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট

(The Bangladesh Anti-Tobacco Alliance)

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন সংশোধন, ২০২২
বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের বিবৃতি

প্রিয় সুহৃদ,
শুভেচ্ছা জানবেন। আপনারা অবহিত রয়েছেন, বাংলাদেশে প্রতি বছর তামাকের কারণে এক লাখ ৬১ হাজারের বেশি মানুষ মৃত্যবরণ করে। তামাকজনিত রোগব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর আর্থিক ক্ষতির পরিমান ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা। পৃথিবীব্যাপী তামাক শুধু জনস্বাস্থ্যে সমস্যা করছে তা নয়। উৎপাদন, বিপণন ও তামাক থেকে উৎপন্ন বর্জ্যও পরিবেশের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে।

তামাকের কারণে সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ২০০৫ সালে আর্ন্তজাতিক চুক্তি এফসিটিসি এর আলোকে দেশে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণয়ন করা হয়। ২০০৬ সালে আইনটির বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে আইনটিতে কিছু ত্রুটি চিহ্নিত হওয়ায় ২০১৩ সালে আইনটি পুনরায় সংশোধন এবং ২০১৫ সালে এর বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। ইতোমধ্যে আমরা আট বছর অতিক্রম করেছি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আইনটিকে শক্তিশালী করা অত্যন্ত জরুরি। সাম্প্রতিক সময়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারের এ উদ্যোগকে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট স্বাগত জানাচ্ছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণে বড় চ্যালেঞ্জ তামাক কোম্পানিগুলোর হস্তক্ষেপ। যার কারণে ২০১৩ সালের আইনটি সংশোধন করা হলেও আজও পর্যন্ত আইন অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের উপরের দিকে স্বাস্থ্য সর্তকবানী প্রদান করানো সম্ভব হয়নি। আইনের ব্যতয় ঘটিয়ে এ ধরনের কার্যক্রম সংবিধানের পরিপন্থি। তামাক কোম্পানিগুলো একদিকে আইনের লঙ্ঘন অপরদিকে নানাভাবে সহায়ক আইন ও নীতি প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করছে। অতি সম্প্রতি স্থানীয় সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন নির্দেশিকা স্থগিত করার প্রচেষ্টা, তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধিতে হস্তক্ষেপ, আইন সংশোধন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করা প্রভৃতি তামাক কোম্পানি হস্তক্ষেপের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। উন্নত দেশগুলোতে শক্তিশালী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন ও কঠোর প্রয়োগের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাজার সম্প্রসারণে মনোযোগ দিচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানির মতামত নেয়া হয়নি বলে কয়েকটি গণমাধ্যমে একধরনের সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট মনে করে তামাক কোম্পানীগুলো কখনোই সরকারের অংশীজন হতে পারে না। স্টেকহোল্ডার বা অংশীজন তারাই, যারা একই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জনের সহযোগী। সরকার এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য তামাকজনিত রোগ ও মৃত্যু কমিয়ে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন অপরদিকে তামাকজনিত রোগ ও মৃত্যু কমানো তামাক কোম্পানীর উদ্দেশ্য নয়। তাদের উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যহানীকর পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং মুনাফা অর্জন। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে তামাক নিয়ন্ত্রণে লক্ষ্য অর্জনে দেশের সরকার প্রধানের ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার কমিটমেন্ট রয়েছে। অপরদিকে বিশ্বের কোন তামাক কোম্পানি নেই, যারা তাদের ব্যবসা কমাতে চায়। সুতরাং বিপরীতমুখী ও সাংঘর্ষিক উদ্দেশ্য নিয়ে তামাক কোম্পানীগুলো কোনভাবেই সরকারের অংশীদার হতে পারে না।

স্বাস্থ্যহানীকর পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে তাদের পণ্য নিয়ন্ত্রণ কখনোই সম্ভব নয়। তামাক কোম্পানির সাথে আলোচনা করে আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত আর্ন্তজাতিক স্বাস্থ্য বিষয়ক চুক্তি ফ্রেমওর্য়াক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি), বাংলাদেশ সংবিধান এবং মানবাধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি তামাক নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। এর সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি রাষ্ট্রগুলোর উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং জীবন বাঁচাতে সাহায্য করে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এফসিটিসি স্বাক্ষরকারী প্রথম রাষ্ট্র।

অপরদিকে তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন শক্তিশালী এবং যুগোপযোগী করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। সংবিধানের আর্টিক্যাল ১৮ (১)-অনুসারে জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন রাষ্ট্রর অন্যতম কর্তব্য। সেখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে মদ্য ও অন্যান্য মাদক এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তামাক কোম্পানির মতামতের কোন প্রয়োজন নেই।

Secretariat: 14/3/A, Jafrabad, Rayerbazar, Dhaka-1207, Bangladesh
88 0255016409, 0255016629, 01552493518, infobatabd@gmail.com, info@bata.net.bd, www.bata.net.bd

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট

(The Bangladesh Anti-Tobacco Alliance)

তামাকের কারণে সৃষ্ট সমস্যা একধরনের মানবাধিকারের লঙ্ঘন। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র, ১৯৪৮ এর অনুচ্ছেদ ৩ অনুসারে, জীবন, স্বাধীনতা এবং দৈহিক নিরাপত্তায় প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপান নিজের এবং অন্যের দৈহিক নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলছে। একটি রাষ্ট্রের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য অনুসারে মানবাধিকারকে সর্বোত্তম অগ্রাধিকার দেওয়া কর্তব্য।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট সারাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত বেসরকারী সংস্থাগুলোর সম্মিলিত মঞ্চ। সারাদেশে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর সদস্য সংগঠনসমুহ জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স কমিটির কার্যক্রম পরিচালনায় সরাসরি সহায়তা করছে। সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর নাম ব্যবহার করে কোন বিশেষ গোষ্ঠীকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন সংক্রান্ত বিভ্রান্তকর বিবৃতি প্রদান করতে দেখা যাচ্ছে। যার সাথে তামাক কোম্পানির স্বার্থ জড়িত। ইতোপূর্বেও তামাক কোম্পানী এবং তাদের সহযোগীদের এধরনের বিভ্রান্তিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা গেছে। উক্ত বিবৃতির সাথে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর কোন সম্পৃক্ততা নেই। এ ধরনের বিবৃতিতে বিভ্রান্ত না হবার জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। এই প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে এ ধরনের অপতৎপরতা থেকে বিরত থাকার জন্য সর্তক করা হচ্ছে।

২০০৫ সালে প্রণীত এবং ২০১৩ সালে সংশোধিত এ আইনটি সংশোধনের মাধ্যমে যুযোপযোগী করা বর্তমান সময়ের দাবী। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছে। ভবিষ্যতে জোটের মতামত হিসেবে এ জাতীয় কোন সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর ওয়েব সাইট ও ফেসবুক পেজ, জোটের সচিবালয়ের মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে নেবার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

খুচরা তামাক পণ্য বিক্রয়, ই-সিগারেট, তামাকজাত দ্রব্যের খালি মোড়ক ও কার্টন প্রদর্শন, তামাক কোম্পানীর সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম, ভ্রাম্যমান দোকানের মাধ্যমে তামাক পণ্য বিক্রয়, ওয়েব পেইজ, ওটিটি প্লাটফর্ম, ওয়েবসিরিজে বিজ্ঞাপন প্রচার নিষিদ্ধ, তামাকজাত পণ্য বিক্রয়ে বাধ্যতামূলকভাবে লাইসেন্স গ্রহণ, স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং, করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি ধূমপানমুক্ত স্থানে তামাক পণ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ এবং "এফসিটিসির আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে তামাক কোম্পানীর প্রভাব থেকে নীতি সুরক্ষা" প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিধান আইনে থাকা জরুরি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে এ ধারাগুলো সংযুক্ত রয়েছে এবং তারা এর সুফল ভোগ করছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি যুগোপযোগী না করা গেলে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে না। শুধু মাত্র জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন নয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় অনুসারে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলেও আইনটিকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

আমরা জানি, বিগত ২ যুগে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনসহ সরকারের অনেকগুলো পদক্ষেপ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক ও প্রশংসার দাবীদার। যার মধ্যে অন্যতম স্থানীর সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রণয়ন, 'মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' অনুষ্ঠান ধূমপানমুক্ত ঘোষনা, "রাষ্ট্রপতি শিল্প উন্নয়ন পুরুস্কার প্রদাণ নীতিমালা ২০২০" এ তামাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে মনোনয়নের অযোগ্য ঘোষণা, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের বিধিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি। তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের অর্জন এবং সফলতার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে কোম্পানীর প্রভাব থেকে সহায়ক নীতিসমুহ সুরক্ষায় গুরুত্ব দেবার কোন বিকল্প নেই।

বর্তমান ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনটি সংশোধনের মাধ্যমে আরো শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করা হলে আইনটির অবস্থান বৈশ্বিক মানদণ্ডে উন্নীত হবে। যা জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় অনুসারে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে আরো একধাপ এগিয়ে দেবে। আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি যে, বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণের আজ যে অগ্রগতি এর পেছনে গণমাধ্যমকর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট আশা করে বিগত দিনের ন্যায় বর্তমানেও তামাক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে গণমাধ্যমগুলো শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর সুপারিশ;

- বর্তমান ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবনা এবং বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী ও শক্তিশালী করা হোক
- তামাক কোম্পানী থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক

Secretariat: 14/3/A, Jafrabad, Rayerbazar, Dhaka-1207, Bangladesh
88 0255016409, 0255016629, 01552493518, infobatabd@gmail.com, info@bata.net.bd, www.bata.net.bd

- কোম্পানীর প্রভাব থেকে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সহায়ক নীতিসমুহ সুরক্ষায় এফসিটির আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন ও কোড অব কন্ডাক্ট প্রণয়ন করা হোক
- তামাক নিয়ন্ত্রণের সাথে সাংঘর্ষিক বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন ও নীতিসমুহ যুগোপযোগী করা হোক
- শিল্প উন্নয়ন পুরুস্কারের ন্যায় রাষ্ট্রিয় পুরুস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে তামাক উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোকে অযোগ্য ঘোষণা করা

আন্তরিক ধন্যবাদসহ-
বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের পক্ষে, সাগুফতা সুলতানা

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট

(The Bangladesh Anti-Tobacco Alliance)

Secretariat: 14/3/A, Jafrabad, Rayerbazar, Dhaka-1207, Bangladesh
88 0255016409, 0255016629, 01552493518, infobatabd@gmail.com, info@bata.net.bd, www.bata.net.bd